এক রত্নগর্ভা মায়ের সন্তান শাইখ সিরাজ

মৎস পক্ষ ২০০৫-এ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে পদক গ্রহণ করছেন শাইখ সিরাজ

লিখেছেন **রুহুল তাপস**

ছেলেবেলায় যে শিশুটি সারা দিন পাঠ্যপুস্তক পাঠ করতেন খবরের স্টাইলে। পরিবারের সবাই তার এ ধরনের আচরণে বিস্মিত হতেন। যে সময়ে নিজেকে গড়ে তুলতে দৃপ্ত পায়ে পদক্ষেপ নেবার কথা, ঠিক সেই সময়টিতে শাইখ সিরাজ সিদ্ধান্ত নেন মিডিয়ায় কাজ করার। ছেলে বড় হয়ে মিডিয়ায় কাজ করার মাধ্যমে দেশ ও দশের কল্যাণ বয়ে আনবে। এই ভাবনায় মা এরশাদুন্নেছা শাইখ সিরাজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পথ চলতে যুগিয়েছেন প্রেরণা। মায়ের সঙ্গে পরিবারের অন্য সদস্যদের সহযোগিতায় ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় সফল হয়েছেন তিনি। মিডিয়ায় তার অবস্থান দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। তিনি 'মাটি ও মানুষ' নামের টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ করে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছেন এ দেশের কৃষককে। আবার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের পথ বাতলে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষির উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃষিপণ্য বাজারজাত করা ছাড়াও কৃষি কাজে প্রযুক্তিগত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এইসব কৃতিত্বের কারণে তিনি অর্জন করেছেন একুশে পদক, জাতীয় যুব পদক, মৎস্য পক্ষ পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্রে অশোক ফেলোশিপ, পোল্ট্রি পুরস্কারসহ নানা সম্মানসূচক পদক। দ্বিতীয়বারের মতে এবারের মৎস্য পক্ষ পুরস্কার অর্জন এবং মা এরশাদুন্নেছার গ্র্যান্ড আজাদ কর্তৃক রত্নগর্ভা পুরস্কার অর্জন নিয়ে কথা হয় শাইখ সিরাজের সঙ্গে।

দ্বিতীয়বারের মতো মৎস্য পক্ষ পুরস্কারের অনুভূতি জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমি ১৯৯৪ সালে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার প্রচারণার স্বীকৃতি স্বরূপ মৎস্য পক্ষ পুরস্কার পাই। এবার পেয়েছি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে মাছ চাষ সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য। যে কোনো পুরস্কারই তো কাজের সঞ্চালক শক্তি বৃদ্ধি করে এমন কি পুরস্কার অর্জন দায়িত্ববোধও বাড়িয়ে দেয়।

তবে একথাও ঠিক যে, পুরস্কার পেতে হবে বলেই আমি আমার কাজটি কখনও করি না। আমি কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম ৮০ সালে বিটিভি থেকে। সে সময় চাষবাস নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান করাও একটা সাহসের কাজ ছিল। সাহসের বিষয়টি বলছি এই কারণে যে, সে সময় মানুষের পছন্দের তালিকায় ছিল বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। মানুষ সেই বিনোদন অনুষ্ঠান ছেড়ে আমার অনুষ্ঠান গ্রহণ করবে- বিষয়টি আমার নিজের কাছেই বিশ্বাস হয়নি। তবে এখন বলতে পারি, 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানটি শুধু দর্শক নজরই কাড়েনি দেশের কৃষির চাকাও ঘুরিয়ে দিয়েছে। আগে কৃষক শুধু ধান আর পাট চাষ করত। এখান তারা একই জমিতে ধান ও মাছ চাষ করছে।'

মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই হয়েছেন আত্মনির্ভরশীল। সে সম্পর্কে শাইখ সিরাজ বলেন, 'মানুষ এখন হাঁস-মুরগি ও গরুর খামার করছে। তারা পুকুরে মাছ চাষ করছে। আগে একজন শিক্ষিত যুবক পড়াশোনা শেষ করে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরত। তাকে চাকরির অপেক্ষায় বেকার থাকতে হতো বেশ কয়েক বছর। এখন লেখাপড়া শেষ করে চাকরির জন্য অপেক্ষা না তারা কৃষক বাবার পাশে দাঁড়াচ্ছে। শিক্ষিত ছেলেরা কৃষির সঙ্গে জড়ানোর কারণে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটছে। কৃষির সঙ্গে শিক্ষিত মানুষকে সম্পৃক্ত করা এবং কৃষি খাতে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মাটি ও মানুষের ভূমিকা কম নয়।

শাইখ সিরাজের মা এরশাদুন্নেছা

এখন অনেক শিক্ষিত বেকার কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় কৃষিপণ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে মাছ থেকে শুরু করে হাঁস-মুরগি আর গরু, ছাগলেরও ফার্ম করছে। অথচ যারা উৎপাদন করছেন- তারাই আজ মধ্যস্বত্ত্বভোগীর কারণে বঞ্চিত হচ্ছেন ন্যায্য পাওনা থেকে। এতে উৎপাদনকারী কৃষক যেমন বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনি ক্রেতাদেরও ক্রয় করতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে। যে কৃষকদের নিয়ে অতিক্রম করছেন শাইখ সিরাজ দীর্ঘ পথ কৃষকের ন্যায্য পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে করণীয় কি হতে পারে?

এ বিষয়টি শোনা যাক শাইখ সিরাজের মুখেই 'তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সবাইকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে কৃষক সংগঠন, যে সংগঠনের ভিত্তি হবে মজবুত। বিশ্বের অন্যান্য দেশে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী সংগঠন হলো কৃষক সংগঠন। অথচ আমাদের দেশে সবচেয়ে দুর্বল সংগঠন এটি। তাহলে কৃষকেরা কীভাবে ন্যায্য পাওনা আদায় করবে! আমাদের দেশের কৃষককে অবশ্যই একত্র হয়ে লড়তে হবে ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে।'

আজ কৃষকদের নিয়ে কাজ করার জন্যই মিডিয়ায় আত্মপ্রকাশ ঘটেছে শাইখ সিরাজের। তিনি যা খ্যাতি-সম্মানস্বরূপ পুরস্কার অর্জন করেছেন, এদের কারণেই। তার সামনে চলার পথে এই অর্জন কতটুকু সহায়ক হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সম্মাননা বা পুরস্কার নিঃসন্দেহে কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়। একথাও ঠিক যে, একটা সময় এসে মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়। একজন মানুষের কথাই ধরুন, যিনি বছরের পর বছর কাজ করে গেলেন আর, পেলেন তিরস্কার তিনি যতো ভালোই কাজ করুন না কেন এতে কি তার কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে? যে কোনো সম্মানসূচক অর্জনই অনুপ্রাণিত করে যা আমাকে করেছে। আমি মনে করি, আমাদের দেশের প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার উচিত উন্নয়নমূল অনুষ্ঠান এবং সংবাদ বেশি বেশি করে প্রচার করা। তবেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। মিডিয়াতে ছেলের কৃতিত্ব এবং অন্য সন্তানদের শিক্ষিত করার কারণে শাইখ সিরাজের মা পেলেন রত্নগর্ভা

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **শিল্পাঙ্গন :** ধানমন্ডির শিল্পাঙ্গনে শুরু হয়েছে ১০ জন শিল্পীর সৃষ্ট শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। শিল্পীদের সৃষ্টি কর্মে উঠে এসেছে শতবর্ষের ঢাকার চিত্র। রাজধানী ঢাকার ছোট কাটরার গলি, ঢাকেশ্বরী মন্দির, বুড়িগঙ্গার পাড়, ঘোড়ার গাড়ি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল- সবকিছুই শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের শিল্পকর্মে। যেসব শিল্পীর সৃষ্ট শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। এই প্রদর্শনীতে তাদের মধ্যে রয়েছেন- শিল্পী আবদুর রাজ্জাক, রফিকুন নবী, হামিদুজ্জামান খান, আবদুশ শাকুর, বীরেন সোমসহ ১০ জন। ১১ আগস্ট প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বরেণ্য কবি শামসুর রাহমান। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ৬৫টি শিল্পকর্ম। এটি চলবে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।
- **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত আয়োজনের ধারাবাহিকতায় এ সপ্তাহে যেসব ছবি দেখানো হবে:

তারিখ ও সময়	ছবির নাম
১৮ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা	ওম্যান ইন প্যারিস
১৯ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা	ওপেন ইয়োর আইস
২১ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা	টু ওম্যান
২২ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা	গান্ধী
২৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা	সেক্স অ্যান্ড লুসিয়া

- **বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস :** ধানমন্ডির বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে ১৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে শিল্পী মূর্তজা বশীরের 'শিল্প অন্বেষায় ৫৫ বছর' শিরোনামের একক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে স্থান পাবে শিল্পীর শতাধিক শিল্পকর্ম। পক্ষকালব্যাপী এ প্রদর্শনী চলবে প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
- **মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর :** ১৯ আগস্ট বিকেল ৫টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধুর ওপর স্মরণসভা। স্মরণসভার আয়োজন করেছে মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম।

উপাধি। রত্নগর্ভা মাকে নিয়ে শাইখ সিরাজের কথা হলো, 'আমার মা তো আট দশটা সাধারণ মায়ের মতোই মা'। আমরা ৮ ভাই-বোন। আমার মা প্রত্যেক ভাই-বোনকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলেছেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। যার জন্য আমার মা গ্র্যান্ড আজাদ আয়োজিত রত্নগর্ভা মায়ের বিশেষ সম্মান অর্জন করেছেন। পৃথিবীর সব মানুষের কাছেই কিন্তু তার মা সবচেয়ে ভালো মা। আবার পৃথিবীর প্রত্যেক মায়ের কাছেই তার সন্তান হচ্ছে ভালো সন্তান। কারণ প্রত্যেকটি সন্তানই ভূমিষ্ঠ হয় নিষ্পাপ হয়ে। আজ আমার মা রত্নগর্ভা হয়েছেন এজন্য আমি গর্বিত। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, এদেশের প্রত্যেকটি মা-ই রত্নগর্ভা। কেন মনে হয় আর তা হলো প্রত্যেকটি মা জন্ম দিচ্ছেন নিষ্পাপ শিশু। সমাজ, পরিবেশ, পরিস্থিতি সেই সন্তানকে বেড়ে ওঠার পথ ঘুরিয়ে দিচ্ছে জীবনের বাঁক, যার জন্য অনেকেই পা বাড়াচ্ছে বিপথে। আমরা শহরে সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বেড়ে উঠি বলেই আমাদের মার আত্মপ্রকাশ ঘটে রত্নগর্ভা মা হিসেবে। কিন্তু এদেশের অনেক মা আছেন, যাদের খবর আমরা রাখি না। তারাও কিন্তু রত্নগর্ভা মা। আজ যে আজাদ সাহেব রত্নগর্ভা মায়েদের সম্মান দিচ্ছেন, তিনি তার মাকে হারিয়েছেন ৬ বছর বয়সে। তিনি নিজেকে নিজে গড়ে তুলেছেন। আজ মায়ের অবদান বুঝতে পেরেছেন বলেই তিনি রত্নগর্ভা সম্মান প্রদান করছেন।'

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল

বাড়ি-১৪ই, সড়ক-৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৮৬১৭২০৮, ৯৬৭৩৫১২

সাধারণ মানুষের ২৪ ঘন্টার হাসপাতাল

গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ অধ্যাপকদের দ্বারা পরিচালিত।

অল্প খরচে মানসিক রোগ চিকিৎসার সুযোগ নিন

- **উন্নতমানের জেনারেল হাসপাতাল ও ভাল সেবা, কিন্তু খরচ আপনার সামর্থ্যের মধ্যে।**
- পর্যাপ্ত বেড আছে, তাই যে কোনো সময়ে যে কোনো দিন রোগী ভর্তি করা যায়।
- জেনারেল সার্জারী, মেডিসিন, অর্থোপেডিক, চক্ষু, ENT, দন্ত, পালমোনারী মেডিসিন, প্লাস্টিক সার্জারী, নবজাতক ও শিশু, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, ফার্মেসী এবং সার্বক্ষণিক ইমার্জেন্সি বিভাগ আছে।
- **আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ পরিচালিত মানসিক রোগ বিভাগ সম্প্রতি চালু হয়েছে।**
- **২৪ ঘন্টা জরুরি অপারেশন, বিভিন্ন প্রকার রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে ও আল্ট্রাসনোগ্রাফী করা হয়। খরচ অন্যদের দরের প্রায় অর্ধেক।**
- প্রশংসিত ফিজিওথেরাপী ও আয়ুর্বেদ ম্যাসাজ বিভাগ বাংলাদেশে এই প্রথম গর্ভবতীদেরকে সহজ প্রসব ও যোগব্যায়াম শিক্ষাদান শুরু করা হয়েছে।
- তিন মাস প্রাথমিক পরিচর্যাসহ নিরাপদ প্রসবের খরচ ২০০০/- টাকা মাত্র।
- **অপারেশন খরচ কল্পনাতীতভাবে কম।** ৫০০০/- টাকায় পেট কেটে পিত্ত থলি বের করা, তবে **লেপারসকপি পদ্ধতিতে** ৭০০০/- টাকা। **বড় হাড় ভাঙা জোড়া লাগানো, নেইল প্লেট বা প্রসথেসিসসহ ১২,০০০/- টাকা, মাঝারী ভাঙা হাড়ের বেলায় ৫০০০/- টাকা। জরায়ু অপারেশন খরচ ৬০০০/- টাকা। স্তনের টিউমার, হার্নিয়া, অর্শ, এপেনডিসেকটমী ৪০০০/- টাকা। কিডনির পাথর বের করা বা প্রোস্টেটে অপারেশন ৭০০০/- টাকায়। সাধারণ অপারেশনে ৭ দিন এবং বড় হাড়ের অপারেশনে ২-৪ সপ্তাহ হাসপাতালে থাকা ও ওষুধের মূল্যও এই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত।**
- **ছানি পড়া চোখে লেন্স লাগানো ৩৫০০/- টাকা,** মুসলমানী (Circumcision) মাত্র ৫০০/- টাকায়।
- এ বছর শেষে কার্ডিওলজী বিভাগ, CCU এবং ICU-তে রোগী ভর্তি শুরু হবে।
- **বিদেশী হাসপাতালে যে পরীক্ষা ৩০০০/- টাকায় করাবেন, একই মানের সে সব পরীক্ষা ৩০০/৪০০ টাকায় গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে করাতে পারেন। বিদেশী হাসপাতালের চমকে বিভ্রান্ত হবেন না।**

বড় হাড় ভাঙ্গার পূর্ণ চিকিৎসা খরচ নেইল, প্লেটসহ মাত্র টাকা ১২,০০০/-

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল **সাধারণ মানুষের ২৪ ঘন্টার হাসপাতাল**